Pediatric Nephrology Support Center

Bangladesh

Pediatric Nephrology Support Center

Bangladesh

শিশুদের RPGN একটি মারাত্মক কিডনি রোগ

শিশুদের কিডনি রোগ শুনলেই অনেকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে চোখমুখসহ সারা শরীর ফোলা কোনো শিশুর ছবি অথবা এমন কোনো শিশুর কথা,যার প্রসাবের রাস্তা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। আজকে আমরা শিশুদের কিডনি্র জটিল ও মারাত্মক রোগ সম্পর্কে জানার চেস্টা করবো।

RPGN হলো Rapidly progressive Glomerulonephritis. এর আরেকটি নাম Crescentic Glomerulonephritis.

আমরা কিছু কিছু মারাত্মক জীবনসংহারী রোগের নাম জানি, সেগুলোকে মেডিকেল ইমারজেন্সি বলা হয় যেমন-Acute Myocardial Infarction, Acute Stroke. এসব রোগের দ্রুত চিকিৎসা না নিলে বড় ধরনের ক্ষতি এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে । RPGN তেমনি একটি রোগ।

Glomerulonephritis হচ্ছে ৫ টি লক্ষন এর সমষ্টি বিশেষ, যেমন প্রসাবের রাস্তা দিয়ে রক্ত যাওয়া, প্রোটিন যাওয়া, হাইপারটেনশন, প্রসাব কমে যাওয়া এবং কিডনির কর্মক্ষমতা কিছুটা কমে যাওয়া।

উপরোল্লিখিত লক্ষন গুলো যখন খুব দ্রুত বাড়তে থাকে এবং কিডনির কর্মক্ষমতা যখন দ্রুত কমতে থাকে তখন তাকে RPGN বলা হয়।

এই রোগের কারণ কীঃ

তিনটি বড় ভাগের অধীনে বেশকিছু রোগ আছে,যেগুলো থেকে RPGN হতে পারে।

এর মধ্যে APSGN (Acute Post Streptococcal GN). Hepatitis-B, Hepatitis-C, SLE (Systemic lupus Erythematosus) HSP (Henoch Schonlein Purpura), JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) অন্যতম ।

লক্ষনঃ

- প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে রক্ত যাওয়া ।
- প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে প্রোটিন যাওয়া।
- উচ্চ রক্তচাপ।
- প্রস্রাব পরিমাণে কমে যাওয়া,এমনকি বন্ধ হয়ে যাওয়া
- শরীর দ্রুত ফুলে যাওয়া

উচ্চ রক্তচাপের কারণে:

- মাথাব্যাথা
- চোখে ঝাপসা দেখা
- শ্বাসকষ্ট
- এমনকি ব্রেনের ভিতরে রক্তক্ষরণ হয়ে খিচুনি থেকে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

এসব লক্ষন যদি কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দ্রুত খারাপ হতে থাকে এবং কিডনির একটি রক্ত পরীক্ষা serum creatinine যদি পরপর দ্রুত বাড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার RPGN হচ্ছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষাঃ

অল্প কিছু পরিক্ষা করেই এই রোগ নির্ণয় করা যায়,যেমন urine –R/M/E, 24h UTP, CBC, S.Urea, S.Creatinine, s. Electrolyte এবং Renal biopsy।

Renal biopsy-এর মাধ্যমেই রোগটি নিশ্চিত হওয়া যায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসা দিলে কতটুকু ভালো হবে তা বোঝা যায়।আর রোগের কারণ জানার জন্য রোগীর ইতিহাস, অন্যান্য লক্ষন দেখে আরো কিছু পরীক্ষা –নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসা :

রোগ যেমন দ্রুত বাড়তে থাকে ,তাই এর চিকিৎসাও দ্রুত শুরু করতে হয় ।দ্রুত চিকিৎসা শুরু না করলে যত দেরি হবে তত বেশি অংশ কিডনি নষ্ট হতে থাকবে ।ফলে পরবর্তী সময়ে কিডনি পুরোপুরি বিকল হয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না ।এ জন্য এই রোগকে মেডিকেল ইমারজেন্সির মধ্যে গণ্য করা হয় ।

চিকিৎসার দুটি ধাপ আছেঃ

প্রথম ধাপ / Inj Methylprednisolone,

Induction Phase Inj Cyclophosphamide

৬মাস এবং Tab Prednisolone

দ্বিতীয় ধাপ/ Prednisolone,

Maintenance Phase Azathioprine,এবং

২.৫ বছর Mycophenolate Mofetile.

শুরুতে রোগের অবস্থা অনুযায়ী ডায়ালাইসিস বা Plasmapheresis করার ও প্রয়োজন হতে পারে এবং রোগের মূল কারণ দেখে এর চিকিৎসা দু-তিন বছর এমনকি সারা জীবন চিকিৎসা লাগতে পারে ।

বাংলাদেশে এই রোগের চিকিৎসা

বাংলাদেশে এই রোগ নিরুপণ এবং চিকিৎসা করার বেশির ভাগ সুযোগ –সুবিধা বর্তমান আছে। প্রয়োজন শুধু রোগী এবং প্রাথমিক চিকিৎসকের সমূহ ধারণা ও যথাযথ জায়গায় ও সময়মতো রেফার করা। অনেক চিকিৎসকই প্রথমত ,এই রোগকে সাধারণ Glomerulonephritis মনে করে চিকিৎসা দিতে থাকেন ।কিন্তু যত দেরি হবে ততই রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে এটা সবারই মাথায় থাকা উচিত । এ কারণেই ২০১৬ সালে কিডনি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল-''Kidney Disease & Children : Act Early to Prevent It .''অর্থাৎ শিশুদের কিডনি রোগঃ শুরুতেই প্রতিরোধ ।

সবার কিডনি সুস্থ থাকুক ,সবাই সুস্থ থাকুক এই কামনায় ।

ডাঃ মোঃ আজিজুর রহমান
এমবিবিএস, এমডি (শিশু কিডনি)
Clinical Fellow, NUH, Singapore
শিশু কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ
aziz44rmc@gmail.com